রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৯, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ মাঘ ১৪২১/২৯ জানুয়ারি ২০১৫

নম্বরঃ ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫-০৩২—সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। ২০০৫ সালে বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আজিজের ইন্তেকালের পর সউদি বাদশাহ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেও ১৯৯৫ সাল হতেই তিনি ক্রাউন প্রিন্স হিসাবে দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন।

২। বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন একজন আধুনিক ও সংস্কারপন্থী শাসক। অত্যন্ত কঠিন সময়ে তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। সউদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর অবদান অপরিসীম। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামি বিশ্ব যখন বহুমাত্রিক চাপের সম্মুখীন, তখন বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিচক্ষণতার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। মুসলিম উম্মাহর সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মান বজায় রেখে তিনি পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-কে সক্রিয় রাখার ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সউদি আরবের শাসক তথা মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক হিসাবে ভ্যাটিকান সফর করে তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ সউদি আরবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি 'কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে একটি উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তিনি নারীর উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। সউদি আরবের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় ৩০ জন মহিলার অন্তর্ভুক্তি ছিল নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁর একটি সাহসী পদক্ষেপ। তাঁর সময়ে সউদি আরবে মহিলাদের ভোটাধিকার এবং অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়।

৪। বাংলাদেশের প্রতি বাদশাহ আব্দুল্লাহর ছিল গভীর মমত্ববোধ। তাঁর শাসনামলে, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে, দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং সউদি আরবে বহু বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। ২০১৩ সালে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসীর বৈধকরণ বাদশাহ আব্দুল্লাহর মহানুভবতার পরিচায়ক।

৫। দুটি পবিত্র মসজিদের জিম্মাদার (Custodian of the Two Holy Mosques) এবং সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও সউদি জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৩ মাঘ ১৪২১/২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ-এর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ১৩ মাঘ ১৪২১/২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৩ মাঘ ১৪২১ / ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। ২০০৫ সালে বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আজিজের ইন্তেকালের পর সউদি বাদশাহ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেও ১৯৯৫ সাল হতেই তিনি ক্রাউন প্রিন্স হিসাবে দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন।

বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন একজন আধুনিক ও সংস্কারপন্থী শাসক। অত্যন্ত কঠিন সময়ে তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। সউদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর অবদান অপরিসীম। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামি বিশ্ব যখন বহুমাত্রিক চাপের সম্মুখীন, তখন বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিচক্ষণতার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। মুসলিম উম্মাহর সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মান বজায় রেখে তিনি পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-কে সক্রিয় রাখার ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সউদি আরবের শাসক তথা মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক হিসাবে ভ্যাটিকান সফর করে তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ সউদি আরবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি 'কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে একটি উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তিনি নারীর উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। সউদি আরবের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় ৩০ জন মহিলার অন্তর্ভুক্তি ছিল নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁর একটি সাহসী পদক্ষেপ। তাঁর সময়ে সউদি আরবে মহিলাদের ভোটাধিকার এবং অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের প্রতি বাদশাহ আব্দুল্লাহর ছিল গভীর মমত্ববোধ। তাঁর শাসনামলে, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে, দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং সউদি আরবে বহু বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। ২০১৩ সালে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসীর বৈধকরণ বাদশাহ আব্দুল্লাহর মহানুভবতার পরিচায়ক।

দুটি পবিত্র মসজিদের জিম্মাদার (Custodian of the Two Holy Mosques) এবং সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ-এর মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও সউদি জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.